গদ্য: অতিথির স্মৃতি -worksheet

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি অনবদ্য নাম। এসো প্রথমে তাঁর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নিই। তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছিলেন। এরপর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯০৫ সালে বার্মা রেলের পরীক্ষকের অফিসে কেরানির চাকরি দিয়ে। এরপর সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি অনেক উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছোটগল্প লিখেছেন। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।তাঁর 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং কিছুটা পরিমার্জিত করে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েক দিনের পরিচয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কই এ গল্পের প্রতিপাদ্য। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিক্ত হয়, তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। এই গল্পে সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপই প্রকাশ করা হয়েছে। এ গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা মানবেতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করে সহানুভূতিশীল হবে।সাধারণ বাঙালি পাঠকের আবেগকে তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : পল্লীসমাজ, দেবদাস, শ্রীকান্ত (চার খন্ড), গৃহদাহ, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী কথাশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায়।

<u>নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও-</u>

ক)শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ----------পর্যন্ত পড়েছিলেন।

খ)----------গল্পটির নাম পাল্টে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে।

গ) ------সালে -----পত্রিকায় -----উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ঘ) তিনি --------থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ----- উপাধি লাভ করেন।

ঙ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যু বরণ করেন----- ----------

<u>এক কথায় উত্তর দাও -</u>

ক. প্রাচীরের ধারে উঁচু গাছটির নাম কী?

খ. ব্যাধ কী শিকার করে?

গ. 'বেরিবেরি' কিসের নাম?

ঘ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের রচয়িতা কে?

ঙ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন?